দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 JUL ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম 3

প্রিয় অপ্রিয়

সত্যদর্শী

শেষ হ'য়ে গেলো উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, মহাসমারোহে। পরীক্ষা তো নয় যেন যুদ্ধপর্ব। চারদিক থেকে সাজোসাজো রব। আর এই পরীক্ষা পর্বের যবনিকা উন্মোচন থেকে যবনিকা পতন পর্যন্ত প্রতিদিন বহিষ্কার, গ্রেফতার, সংঘর্ষ, গোলযোগপ্রভৃতি রোমাঞ্চকর ঘটনা-দুর্ঘটনায় ঠাসা। থানা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী অফিসার সকলেই এই পরীক্ষা পর্ব নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা-সমুদ্র পার করানোর জন্যে তাদের শুভার্থী (সত্যিই কি শুভার্থী?) পৃষ্ঠপোষক দলবল ও সাঙ্গোপাঙ্গরা তৎপর ও সক্রিয়। খবরের কাগজগুলোতে প্রত্যহ বড়ো বড়ো শিরোনামে পরীক্ষা নামক এই তুমুল ঘটনাটির সংবাদ। সব মিলিয়ে যেন রীতিমতো একখানি থ্রিলার, উত্তেজনা মিশ্রিত, রোমাঞ্চকর। আমরা সবাই নীরবে-নিঃশব্দে এই পরীক্ষানাট্যের বীর, করুণ ও হাস্যরসের একেকটি দৃশ্য অবলোকন করেছি। পতন, মূর্ছা, মৃত্যু, আত্মহত্যা কোনো কিছুই এই নাটক থেকে বাদ যায়নি। আর তাই এর ক্লাইমেক্স যেমন করুণ, তেমনি বেদনাদায়ক। কেউ স্বীকার করি আর না-ই করি, এটি আমাদের বর্তমান সমাজজীবনেরই একখানি বিয়োগান্তক নাটক। এর জন্যে কেউ কেউ হয়তোবা আমাদের তরুণ পরীক্ষার্থীদেরই কেবল দায়ী করবেন, ভ্রূ কুচকে ধিক্কার জানাবেন এই নকল প্রয়াসীদেরই, বলবেন আরো আরো সব মূল্যবান কথা। এসব কথা আমি অনেকের মুখেই শুনেছি, সরস, সকৌতুক আলোচনাও কানে এসেছে অনেক, অনেককেই দেখেছি অবজ্ঞা-মিশ্রিত কঠিন বাক্যবাণ নিক্ষেপ করতে। কিন্তু আমি যা দেখিনি ও শুনিনি তা হচ্ছে, পরীক্ষার নামে এই উন্মত্ত, অস্থির ও অসংবদ্ধ ব্যবস্থা ও ঘটনা নিয়ে কারো মনে সামান্য বেদনা, সকরুণ দুঃখ, ক্ষীণ লজ্জা কিংবা কারো চোখে দু'ফোঁটা গোপন অশ্রু। প্রায় সবাই সহজ রায় দিয়েই খালাস। কেবল কম বয়েসীদের ধিক্কার জানিয়ে, নিন্দা আর কটাক্ষ হেনে, অভিযুক্ত করে এই গভীর, জটিল সমস্যার সমাধান মিলবার নয়। আসলে এই পরীক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে বোধকরি পরীক্ষিত হতে হচ্ছে গোটা সমাজকেই। পরীক্ষা কেবল তরুণ শিক্ষার্থীদের নয়, প্রকৃতপক্ষে এই পরীক্ষা আজ সকলের। সেখানে ফেল করলে আমরা সকলে করেছি, ব্যর্থ হলে আমরা সকলে হয়েছি। ফেল করেছি আমরা অভিভাবকেরা, বয়স্করা, চিন্তানায়কেরা, শিক্ষাদানকারীরা, উদ্যোক্তারা, উদ্ভাবকেরা, ব্যবস্থাপকেরা। ফেল করেছে এই শিক্ষা ব্যবস্থা, এই সমাজব্যবস্থা। তাই আমাদের মধ্যে বিবেক ও অনুভূতি জাগ্রত থাকলে এই ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কৌতুক, কটাক্ষ ও নিন্দার পরিবর্তে পরীক্ষা নামক এই নিস্ফল যুদ্ধমহড়ার দিকে তাকিয়ে দুঃখে ও লজ্জায় আমাদের মনে বেদনার অশ্রুই জমা হতো। তা যে হয়নি তা আমাদের সামগ্রিক অসচেতনতা, উপলব্ধিহীনতা ও অগভীর জীবন-দৃষ্টিরই ফল।

আমাদের মনে প্রশ্ন না জাগলেও, হৃদয়ে বা অনুভূতিতে আঁচড় না লাগলেও, শুনেছি আমাদের দেশের পরীক্ষাপর্বের এই তুমুল ঘটনা সুদূর বিলেতে বিবিসি-কে পর্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করেছে। তাঁরা কয়েকজন শিক্ষাবিদ ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানতে চেয়েছেন সমস্ত ঘটনা। অথচ পরীক্ষা নিয়ে দেশব্যাপী এমন সব কাণ্ড-কারখানা নিয়ে আমাদের মনে বিশেষ কোনো প্রশ্ন নেই, উদ্বেগ নেই, দুঃখ নেই। সব দোষ তরুণদের ঘাড়ে চাপিয়ে তরুণেরা উচ্ছন্নে গেছে বলে সহজ মন্তব্য করেই আমরা প্রায় সবাই আমাদের দায় মোচনের চেষ্টা করছি। কেউ এর গভীরে যাচ্ছিনে, দেখছিনে অধঃপতন শুরু হয়েছে কোথা থেকে, খুঁজে দেখছিনে পচন কোথায়? বড়ো আশ্চর্য সহজ প্রবণতা আমাদের। ভাবনাহীন, অনুসন্ধানহীন, জিজ্ঞাসাহীন চিত্তের কী চমৎকার পরিচয়! আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কি কখনোই ভেবে দেখছেন এই শিক্ষাবঞ্চিত দরিদ্র দেশটিতে কেন প্রতিবছর এতো ছাত্র-ছাত্রী ফেল করে? প্রায় কেউই একবারও ভাবছিনে কেন এমন হলো? আসলে কি পরীক্ষা এমন হওয়ার কথা? পরীক্ষা বা পরীক্ষা হল তো কোনো অপরাধের সুরক্ষিত ঘাঁটি নয়, দুর্ধর্ষ অপরাধীদের আস্তানা নয় যে, তার জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রয়োজন, প্রয়োজন অপরাধ দমনের মতো জরুরী অভিযান, প্রয়োজন সশস্ত্র প্রহরা, থানা, পুলিশ, ম্যাজিস্ট্রেট, নির্বাহী অফিসার, প্রশাসনিক কর্মকর্তা। পরীক্ষা শিক্ষাঙ্গন ও শিক্ষাজীবনের ব্যাপার। তার মধ্যে এবং তার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্তৃত্বে ও ব্যবস্থপনায় যদি তার সৌন্দর্য, শোভনতা ও শিষ্টাচার অক্ষুণ্ন না থাকে, তাহলে সে অশিষ্টতা বাইরের প্রশাসনিক কঠোরতা কিংবা শাসনের উন্মত্ত ব্যবস্থা দিয়ে কি রক্ষা করা যাবে? আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা এসব ক্ষেত্রে থাকতেই পারে, কিন্তু তার বাড়াবাড়িটা কি ভালো? সেটাও ভাববার বিষয়। আর যদি তাই হয়, এমনি হয়ে থাকে পরীক্ষা বা শিক্ষাব্যবস্থা যেখানে সশস্ত্র প্রহরীদের প্রহরা ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক বিচরণ ও উপস্থিতি ছাড়া অচল এই শিক্ষা বা পরীক্ষা, তাহলে সে কথাও খোলাখুলি জানতে হবে সবাইকে। কেউ বিস্মিত হবে না, কারো কাছে বিসদৃশ মনে হবে না। সবটা গলদ বেরিয়ে পড়বে। পরীক্ষা ও শিক্ষাজীবনের সঙ্গে যারা জড়িত নয় অর্থাৎ তার বাইরের যারা তারা সমস্যা মেটাতে গিয়ে সমস্যাকে আরো জটিল ও বহু-বিস্তৃত করে তুলছেন কি না সেটাও ভেবে দেখার বিষয়। পরীক্ষার হলে পরিদর্শকের উপস্থিতিই যদি যথেষ্ট না হয়, পরীক্ষাকে কলুষমুক্ত করার জন্য যদি বাইরের প্রহরা ও প্রশাসনিক উদ্যোগ এতোটাই প্রয়োজন হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে কলুষমুক্ত করা আদৌ সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। এই মহড়া ও আয়োজন পরীক্ষাকে যেমন ভীতিকর ও ভয়াবহ করে তুলবে, তেমনি পরীক্ষা ও শিক্ষার মতো একটি পবিত্র ব্যাপার তার নিজস্ব পবিত্রতার স্পর্শটুকুও বোধকরি হারিয়ে ফেলবে। এতে শিক্ষার্থী ও উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের মনে অহেতুক আতঙ্ক ও ভীতিরই সঞ্চার হবে। পরীক্ষার হল অপরাধের লীলাভূমিও নয়, রণক্ষেত্রও নয়। তার আদর্শ ও পবিত্রতাই তার শক্তি। সেটাই পরীক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে বড়ো প্রহরা। সেই আদর্শ ও পবিত্রতার প্রতি নিষ্ঠা ও সশ্রদ্ধ সমর্পণ যদি না থাকে, তাহলে বাইরের সশস্ত্র প্রহরার বাড়াবাড়ি উত্তেজনা ও অস্থিরতাই শুধু বৃদ্ধি করবে। কেউই নিশ্চয় পরীক্ষার হলে সন্তান-সন্ততিদের গুলী-গোলার সম্মুখীন হতে পাঠায় না। এ অবস্থা নিশ্চয়ই কারো কাম্য নয় যখন উদ্বেগাকুল ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতা-মাতা- তাদের পরীক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের কাছে এই মর্মে পত্র পাঠান যে, পরীক্ষা দেয়ার দরকার নেই তোমরা ঘরে ফিরে এসো, যেমন সম্প্রতি ঘটেছে কোথাও কোথাও। পরীক্ষা নয়, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসলেই বাবা-মা নিশ্চিন্ত। এ কি পরীক্ষা? কঠিন পরীক্ষা নিঃসন্দেহে! বাইরের প্রহরা বসিয়ে কতোটা শান্ত করা যাবে ভেতরের উত্তাপ? এই প্রহরার ক্ষেত্রেও কি অন্যায় অনাচার কিছু ঘটে না? সেবারতো এই প্রহরীদেরই একজনের দ্বারা বাথরুমে লাঞ্ছিত হয়েছিলো একজন পরীক্ষার্থিনী। সেও কি কম লজ্জার? সবকিছুরই ভালো-মন্দ দুদিক আছে। অশান্তি-উচ্ছৃংখলতা সৃষ্টি হতে পারে সেজন্য শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা থাকতেই পারে, আগেও কিছু কিছু থাকতো, কিন্তু তার জন্য এই অপরাধ দমন অভিযান বা প্রায় রণক্ষেত্রের মহড়া কেন?

প্রশ্ন উঠতে পারে বাড়াবাড়ি কি নকলে নেই, পরীক্ষার হলের অসততায় নেই? সত্য যে সেখানেও শিষ্টাচার লোপ পেতে বসেছে, নকলকারী পরীক্ষার্থীর হাতেও লাঞ্ছিত হয়েছেন পরিদর্শক। অবস্থা এমনি দাঁড়িয়েছে যে, পরিদর্শকের দায়িত্ব নিতেই প্রায় এখন কেউ আর রাজী হচ্ছেন না। এই ঘটনাও কম ভয়াবহ ও মর্মান্তিক নয়। নকল, নকল সরবরাহ ও নকলপ্রবণতা এমনি কুৎসিত, কদর্য ও লজ্জাজনক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যে, এই বীভৎস ঘটনা রোধ করার জন্যই এমন ভয়ংকর উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। নকল করতে না দেয়ার জন্য বা নকল করার জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অসংখ্য পরীক্ষা-পরিদর্শককেই লাঞ্ছিত, প্রহৃত ও অপমানিত হতে হয়েছে। কারো কারো জীবন গেছে। অবাধ নকলের দাবিতে হয়েছে মিছিল। পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে নকল সরবরাহ অনেক জায়গাতেই একটি বাণিজ্যিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। এই নকলপ্রবণতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরাই হয়েছে সরব ও উচ্চকণ্ঠ। বহু শিক্ষার্থী ও বহু তরুণ যুবক এই নকলপ্রবণতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে। নকল দমনের ও পরীক্ষা সুশৃঙ্খল করার এই উদ্যোগ-আয়োজনের পাশাপাশি নকল প্রবণতা ও উচ্ছৃংখলতার এসব ঘটনাও সত্য। পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন বা নকল করা অন্যায় ও অসঙ্গত একথা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। পরীক্ষার হলে অসততা (শুধু পরীক্ষার হলেই নয়) অবশ্যই একটি নিন্দনীয় কাজ। এই নকলপ্রবণতা নির্মূল হোক, এটাই সকলের কাম্য। কিন্তু নকল কি শুধু পরীক্ষার হলেই? তাতো নয়। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি, পরীক্ষার হলের নকল তারই আরেকটি প্রকাশমাত্র। পরীক্ষা পাসই যেখানে মুখ্য, যে ভাবে হোক সাফল্যই যেখানে শেষ কথা, সেখানে নকল দূর হবে কিভাবে? সৎ অথচ ব্যর্থ এমন লোককে সমাজে কে মূল্য দেয়? নকলের উপস্থিতি বা নকলের প্রসার কারোরই কাম্য হতে পারে না। কিন্তু তারপরও বাস্তব সত্য হচ্ছে নকলের উপস্থিতি ও তার ভয়াবহ ব্যাপকতা। এমন কি প্রায় যুদ্ধাবস্থা তৈরি করে ও হাজারে হাজারে (একদিনেই ছয় হাজার) বহিষ্কার করেও সম্ভবত একথা নিঃসংশয়ে বলার উপায় নেই যে, পরীক্ষা সম্পূর্ণ নকল মুক্ত হয়েছে। ভাবনার কথাটা সেখানেই। পরীক্ষার হলে যেখানে পরিদর্শকই লাগার কথা নয়, শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থীর সততা, নীতিবোধ ও আদর্শনিষ্ঠাই যেখানে হওয়া উচিত সর্বোচ্চ প্রহরার গ্যারান্টি, সেখানে সশস্ত্র প্রহরা বসিয়েও নকল রোধ করা যায় না। তরুণদের মধ্যে যদি এই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, ভালোবাসা ও আনুগত্য নষ্ট হয়ে যায়, তারা তাদের সামনে যদি আর কোনো আদর্শ ও মূল্যবোধের কোনো কিছুই দেখতে না পায়, তারা যদি শ্রদ্ধা করতে না পারে, ভালোবাসতে না পারে, বড়োদের বা বয়স্কদের প্রতি তাদের মনে যদি ক্রমেই গোপন ঘৃণা ও করুণা জমতে থাকে, যদি তাদের সবটাই মনে হয় মেকী মিথ্যা, অসততাপূর্ণ, কোনো চরিত্রবল ও মানবিক ঔদার্য, তাদের উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে না পারে, তাহলে এই সার্বিক অধঃপতন ঠেকানো যাবে না। মনে হয় এই নকল রোগের চিকিৎসাও এই সার্বিক পরিশুদ্ধতা অর্জনের মধ্যেই, অন্যত্র নয়। চরিত্রবল দিয়েই চরিত্রহীনতাকে অতিক্রম করতে হবে, সততা দিয়ে অসততা। আর তার জন্য যে সৎ ও মানবিক গুণাবলীর উদ্বোধন প্রয়োজন তা এই নকল দমন অভিযানের নিষ্প্রাণ মহড়ার মধ্যে কোথাও দেখা গেছে বলে মনে হয় না।